দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22-DEC 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

C47

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ৭ই পৌষ, ১৩৯৫

রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা

যথারীতি এবারো রাজধানীতে স্কুলের ভর্তি সমস্যা প্রকট। বছর শুরু হবার আগেই সন্তান-সন্ততিদের ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা ও ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। ভর্তি তো পরের কথা, ফরম সংগ্রহের জন্যই উদ্বেগের সীমা নেই। একটি নাম করা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে আসনসংখ্যা দু'শ'। আবেদনপত্র জমা পড়েছে দু'হাজার। অর্থাৎ আঠারশ' জনকেই শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হবে। সব ভাল স্কুলে একই অবস্থা। চাহিদার তুলনায় ভাল স্কুলের আকাল থেকেই যাচ্ছে।

চিত্রটি শুধু এবারের নয়---বরাবরের। বছরের পর বছর একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে এত উন্নতির হাঁকডাক এবং দ্বিগুণ, তিনগুণ অর্থ বরাদ্দের ডঙ্কানিনাদ বাস্তবে তার সুফল তেমন চোখে পড়ছে না।

সমস্যাটি নিয়ে প্রত্যেক বছরই সংবাদপত্রে লেখা হয়। গেলো বছর সরকারী কর্মকর্তাদের সেমিনারে এবং রেডিও-টিভি'র অনুষ্ঠানে আলোচনা করতেও দেখা গেছে। বোঝা যায়, তৎপরতা প্রধানতঃ এইসব সেমিনার এবং আলোচনায়ই সীমাবদ্ধ থাকে। সিদ্ধান্ত আর সুপারিশমালা বাস্তবায়িত খুব বেশী হয় না।

ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের যতই উৎকণ্ঠা থাক এ সুযোগে কারো কারো বরাত খুলে যাবে। প্রাইভেট টিউশনি আরো জমজমাট হবে। শোনা যায় সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা প্রাইভেট পড়ানো না হলে এমনকি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানোও দুষ্কর হয়ে পড়ে। কিছু কিছু স্কুল ডোনেশনের ব্যবসা ফেঁদেছে। ইদানীং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই ডোনেশন নেয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিম্নতম কোয়ালিফাইয়িং মার্কের কথা বলে এই অর্থগ্রহণকে বৈধতা দেবার চেষ্টা করেন।

যাদের সামর্থ্য আছে তাদের পক্ষে গৃহশিক্ষক রেখে কিংবা সাহায্যদান করে ভর্তি বৈতরণীতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের পার করিয়ে নেয়া কষ্টকর হবে না। অর্থাৎ ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়া অর্থবানদের ছেলেমেয়েদের জন্য সহজ হবে। তারা অর্থ দিয়ে মেধার বিকাশ ঘটাতে পারেন। মেধা না থাকলে ডোনেশনে কাঙ্ক্ষিত 'আসন' খরিদ করে নিতে পারেন। শিক্ষা এখনো বিত্তবানদের সুযোগ হিসেবেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, একে সাধারণ মানুষের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি।

সমস্যাটা আসলে মোট স্কুলের অপ্রতুলতার নয়, ভাল স্কুলের অপ্রতুলতার, স্কুলের লেখাপড়ার মানের। যেগুলো ভাল স্কুল বলে পরিচিত, সেগুলোতে সারা বছর ধরে যত্নের সাথে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করানো হয়। এই স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে পারলে এসএসসি-তে ভাল ফল আশা করা যায়। অতএব, এইসব স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাবার ব্যাপারে অভিভাবকরা উদগ্রীব থাকেন। ফলে দু'শ' আসনে দু'হাজার কিংবা তারো বেশী প্রার্থী থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব স্কুলের সংখ্যা খুবই কম, হাতে গণনার যোগ্য। বাদবাকী স্কুলে ভর্তির জন্য তেমন প্রতিযোগিতা নেই।

রাজধানীতে জনসংখ্যা এবং ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে সরকারী স্কুলের সংখ্যা সে হারে বাড়ছে না। একথা স্বীকার করতেই হবে, সরকারী হাইস্কুলগুলোর লেখাপড়ার মান এবং সেজন্য পরীক্ষার ফল তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল, অথচ রাজধানীতে চাহিদার তুলনায় সরকারী স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মানোন্নয়ন যদি সরকারের কাম্য হয় তাহলে সরকারের উচিত এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া।

তবে নতুন সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেসরকারী হাইস্কুলগুলোর মানোন্নয়নে খরচ কম পড়বে, সময় লাগবে অনেক কম। বেসরকারী হাইস্কুলগুলোর খরচের একটা বড় অংশ (শিক্ষকের বেতনের ৭০ ভাগ প্রদান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক মঞ্জুরির মাধ্যমে) সরকার যোগান। খরচ আরেকটু বাড়িয়ে স্কুল ভবন ও আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলোর মানোন্নয়ন করা যেতে পারে। একবারে না পারলে সরকার বছরে নির্দিষ্টসংখ্যক স্কুলের মানোন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ৫ বছর মেয়াদী একটি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন।

সরকারী হাইস্কুলগুলোর মান যতটা উন্নত, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মান যেন ততটাই অনুন্নত। ফলে ঐসব স্কুলে বেতন না লাগলেও নিয়মিত ছাত্র পাওয়া যায় না। যাদের নেহায়েৎ সামর্থ্য নেই, তারাই অনন্যোপায় হয়ে তাদের সন্তানদের এগুলোতে পড়ান। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার এই নীচুমানের জন্যই নগরীতে তথাকথিত কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর এত রমরমা ব্যবসা।

রাজধানীতে ভর্তি সংকট দূর করার জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নের উপর জোর দেয়া একান্ত দরকার।